যুগান্তর

তারিখ ... 01 MAR 2008 ...

শাবিতে আবাসন সংকট : ছাত্রীরা বিপাকে

ভর্তি বাতিল করে অনেকে অন্যত্র চলে গেছে

শাবি প্রতিনিধি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে ছাত্রীদের লেখাপড়া। প্রতি বছর শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি আবাসন সুবিধা। এতে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে ছাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। শাবির মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ৭০ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে ২০ ভাগ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে। বাকি ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীই বর্তমানে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শাবিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এর মধ্যে আবাসন সুবিধা পাচ্ছে ১ হাজার ৩শ' শিক্ষার্থী। ২টি ছাত্র হলে (শাহপরান ও ২য় ছাত্রহল) শিক্ষার্থী থাকে ৮৫০ জন। ৩০০ আসন বিশিষ্ট একমাত্র ছাত্রী হলে থাকে ৪৫০ জন। এছাড়া এসব হলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবের কারণে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। কোন রকমে গাদাগাদি করে হলের মেঝেতে মেয়েরা অবস্থান করছে। নগরীর বিভিন্ন স্থানে মেস ভাড়া করে থাকে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী। নগরীর সুরমা, তপোবন, আখালিয়া, মদিনা মার্কেট, পাঠানটুলা, লন্ডনি রোড, সুবিদবাজার, ফাজিলচিশত, দর্শন দেউড়ি, হাউজিং এস্টেট, আম্বরখানা, মিরাবাগান, ইলেকট্রিক সাপ্লাই, নাইওরপুল, টিলাগড় এলাকায় শিক্ষার্থীরা মেস ভাড়া করে থাকে। সিলেট ব্যয়বহুল নগরী হওয়ায় এ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মেসের খরচ যোগাতে চরম দুর্ভোগ পড়তে হয়। পাশাপাশি মেস খুঁজে পেতেও বিড়ম্বনার অন্ত নেই শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ আবাসন সমস্যা সমাধানসহ হলগুলোতে মেধার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ দেয়ার জন্য প্রশাসনকে বারবার অবহিত করা হলেও এ ব্যাপারে তারা কর্ণপাত করছে না। এদিকে, আবাসনের ক্ষেত্রে ছাত্রীরা রয়েছে চরম দুর্ভোগের মধ্যে। একমাত্র ছাত্রী হলে ৩শ' শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে ৪৫০ জন শিক্ষার্থীকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। কমন রুমে মাটিতে বিছানা করে রাখা হয়েছে ১ম বর্ষের ১শ' ছাত্রীকে। ছাত্রীরা জানিয়েছে, হলে অধিকাংশ সময়ই পানি থাকে না। ডাইনিংয়ে খাবারের মান অত্যন্ত নিম্নমানের, বিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। গোসলের জন্য সকাল থেকেই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কমন রুমে গাদাগাদি করে মাটিতে বিছানা করে থাকায় তারা পড়াশোনা করতে পারে না। ডাইনিংয়ে নিম্নমানের খাবার পরিবেশন করায় তারা নিজেরা রান্না করতে চাইলেও সে ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কিছু ছাত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান ফটকের বাইরে ও মদিনা মার্কেটে ৩টি বাড়ি ভাড়া করে রাখা হলেও সেখানে তাদের জন্য ডাইনিং বা বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রীদের অভিযোগ মাসে একবারও হল প্রভোস্ট তাদের দেখতে আসেন না। সুযোগ-সুবিধার তুলনায় বাসা ভাড়াও অত্যধিক। শুধু আবাসন সুবিধা না পেয়ে শাবিতে ভর্তি হওয়া শতাধিক শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে ভর্তি বাতিল করে অন্যত্র চলে গেছে। ছাত্রীদের আবাসনের ব্যাপারে হল প্রভোস্ট প্রফেসর ড. সাবিনা ইয়াসমিন জানান, সমস্যা সমাধানের জন্য ভাড়া বাসা খোঁজা হচ্ছে। আপাতত তাদের কমন রুমে রাখা হয়েছে। বাসা পেলেই তাদের সেখানে স্থানান্তর করা হবে। শাবিতে ৩০ বছর মেয়াদি (১৯৮৫-২০১৫) মহাপরিকল্পনায় ৭০ ভাগ শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা করার কথা ছিল। সে অনুযায়ী ৬টি ছাত্র হল ও ৩টি ছাত্রী হল নির্মাণের কথা থাকলেও মাত্র ২টি ছাত্র হল ও একটি অর্ধ নির্মিত ছাত্রী হল রয়েছে। এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের জন্য ইতিমধ্যে ছাত্রী হলের একটি ব্লক তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। জুন মাসে নতুন একটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্রী হলের নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।

শাবির একমাত্র ছাত্রী হলের মেঝেতে এভাবেই অবস্থান করছেন ছাত্রীরা — যুগান্তর